রাজনৈতিক দলের সংস্কার

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (০৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮)

সংস্কারের বিষয়সমূহ:

- রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে গণতান্ত্রিক বিধি-বিধান থাকতে হবে এবং যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- গঠনতন্ত্রে সকল স্তরের কমিটি নির্বাচনের মাধ্যমে গঠনের বিধান সন্নিবেশিত করতে হবে।
- দলীয় কর্মীদের মাসিক/বার্ষিক চাঁদা বা অনুদান প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে। সদস্য চাঁদা, শুভাকাঙ্খিদের অনুদান, সরকারি অনুদান ইত্যাদির মাধ্যমে দলীয় তহবিল গঠিত হবে।
- দলের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ এবং সকল লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। প্রতি বছর দলের আয়-ব্যয়ের অডিটকৃত হিসাব কমিশনে এবং সংশ্লিষ্ট সকল স্তরের দলীয় সভায় দাখিল করতে হবে।
- দলীয় মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার প্রাথমিক সদস্যদের মতামত নেয়ার পদ্ধতিগত ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- দলীয় মনোনয়নের ক্ষেত্রে অন্ততঃ পাঁচ বছরের দলীয় প্রাথমিক সদস্যপদ ও দলীয় কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকতে হবে।
- রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রোধের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশদ্রোহী, চিহ্নিত সন্ত্রাসী, চোরাকারবারী, যুদ্ধাপরাধী, কালোটাকার মালিক, ঋণখেলাপী, মাদক ব্যবসায়ী ও দুর্নীতির দায়ে আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সদস্যপদ প্রদান করা যাবে না। এই ধরণের ব্যক্তি দলে থাকলে তাদেরকে বহিষ্কার করতে হবে।
- প্রত্যেক দলের নির্বাচনী ইশতেহার থাকতে হবে।
- দলের অঙ্গ-সংগঠনগুলো বিলুপ্ত করতে হবে।
- দলের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য দলীয় নীতিমালার বিষয়ে নিয়মিতভাবে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- রাজনৈতিক নেতা বা কর্মীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যে কোন প্রকার অভিযোগের ক্ষেত্রে তাৎক্ষনিকভাবে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।

সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নে করণীয়:

ক) রাজনৈতিক দলের করণীয়

- সকল দলের পক্ষ থেকে সংস্কার প্রস্তাব চূড়ান্ত করা
- সকল স্তরের কমিটিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করে প্রস্তাব চূড়ান্তকরণ
- প্রস্তাবসমূহের আলোকে গঠনতন্ত্র সংশোধনী প্রস্তাব চূড়ান্তকরণ
- জাতীয় সম্মেলন বা কাউন্সিলের আয়োজন
- নিবন্ধনের শর্তসমূহের আলোকে গঠনতন্ত্র সংশোধন
- নিবন্ধনের জন্য নির্বাচন কমিশনের নিকট আবেদন
- যথাযথভাবে গঠনতন্ত্র অনুসরণ ও গণতন্ত্রের অনুশীলন
- জনস্বার্থের কথা বিবেচনায় রেখে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো (সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহসহ জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ না করা, দুর্নীতি বিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখা ইত্যাদি) নির্বাচনী ইশতেহারে আনা।

খ) ইলেকশন কমিশনের ভূমিকা:

- রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ শেষ করা (প্রথম ও দ্বিতীয় দফা)
- সংস্কার ইস্যুতে বিশিষ্ট নাগরিক ও গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত গ্রহণ করা
- রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের শর্তসমূহ চূড়ান্তকরণ
- গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ (আরপিও) সংশোধন
- নির্বাচনী আচরণ বিধি চূড়ান্তকরণ
- সংস্কার প্রস্তাবসমূহকে আইনী কাঠামোতে আনার জন্য সরকার ও রাষ্ট্রপতির নিকট অর্ডিনেন্স জারির প্রস্তাব প্রেরণ
- নিবন্ধনের জন্য রাজনৈতিক দল কর্তৃক আবেদন গ্রহণ
- সুনির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে রাজনৈতিক দলসমূহকে নিবন্ধন প্রদান।

গ) সরকারের ভূমিকা:

- রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অর্ডিন্যান্স জারির মাধ্যমে সংস্কার প্রস্তাবসমূহ আইনী কাঠামোর আওতায় আনা
- সারাদেশে এখন থেকেই নি:শর্তভাবে ঘরোয়া রাজনীতি চালু করা
- যতদ্রুত সম্ভব জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা।
- রাজনৈতিক দলসমূহকে শর্তসাপেক্ষে অর্থায়নের ব্যবস্থা করা।

ঘ) প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী:

- নির্বাচনে অংশগ্রহণেচ্ছু রাজনৈতিক দলসমূহের জন্য নিবন্ধনের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রতি দুই বছর পর নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে।
- শুধুমাত্র নিবন্ধিত দলসমূহই নির্বাচনে প্রার্থী দিতে পারবে এবং তাদের জন্য নিজস্ব প্রতীক সংরক্ষিত থাকবে।
- অর্থের বিনিময়ে দলীয় মনোনয়ন প্রদানের বিষয়টি প্রমানিত হলে দলের নিবন্ধন বাতিলের বিধান করতে হবে।

- নিবন্ধনের শর্তসমূহ ভঙ্গ করলে সংশ্লিষ্ট দলের নিবন্ধন বাতিলের বিধান করতে হবে।